গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিবালয় নির্দেশমালা
২০১৪

পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ
সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়ে দাপ্তরিক কার্যনিষ্পত্তি সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সম্পাদনের নিমিত্ত সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত রুলস অব বিজনেস -এর নির্দেশনা অনুসারে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ প্রণয়ন ও জারি করা হইয়াছে। সময়ের প্রয়োজনে, তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষ এবং তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে অভিযোজনের লক্ষ্যে উক্ত নির্দেশমালা যুগোপযোগী করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। জনগণের প্রতি সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি তথা সিটিজেন্স চার্টার বাস্তবায়নের স্বার্থেও সচিবালয় নির্দেশমালায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এই লক্ষ্যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির মাধ্যমে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ ও মতবিনিময়ের পর সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ প্রণয়ন করিয়াছে।

আমার বিশ্বাস, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নাগরিকের চাহিদার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কার্যনিষ্পত্তি এবং জনপ্রশাসনে গতিশীলতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করিতে এই নির্দেশমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে। সেইসঙ্গে ইহা নাগরিকের চাহিদার প্রতি দ্রুত সাড়াদানে সক্ষম এবং প্রযুক্তিবান্ধব জনপ্রশাসন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হইবে।

সচিবালয় নির্দেশমালা হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের গৃহীত উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং এই কার্য সম্পাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩০ মাঘ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

ভূমিকা

দক্ষতা ও গতিশীলতার সহিত বাংলাদেশ সচিবালয়ে কার্যনিষ্পত্তির লক্ষ্যে Rules of Business, 1975 -এর নির্দেশনা মতে ১৯৭৬ সালে Secretariat Instructions, 1976 জারি করা হয় এবং ১৯৭৮ সালে Secretariat Instructions বাংলায় অনূদিত হয়। সর্বশেষ ২০ মে ২০০৮ তারিখে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রণীত কার্যবিধিমালার আলোকে ও সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই ধরনের নির্দেশমালা যুগোপযোগী, গতিশীল ও আধুনিক করা সমীচীন। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণের প্রেক্ষাপটে সচিবালয় নির্দেশমালায় যুগোপযোগী ও সুশাসনবান্ধব পরিবর্তন ও পরিমার্জন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

সকল সরকারি অফিসে ই-অফিস ব্যবস্থাপনা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ -এ প্রয়োজনীয় সংশোধনীর সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত গত ২২ মে ২০১৩ তারিখে নিম্নোক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হয় :

(১)	অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২)	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-	সদস্য
(৩)	যুগ্মসচিব, সিপিটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	যুগ্মসচিব, বিধি-২, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-	সদস্য
(৬)	এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-	সদস্য
(৭)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-	সদস্য
(৮)	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-	সদস্য
(৯)	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল -এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার)	-	সদস্য
(১০)	সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১১)	উপসচিব, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য-সচিব

জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা, অতিরিক্ত সচিব, সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগের নেতৃত্বে উক্ত কমিটিতে জনাব মোঃ আবদুল ওয়াদুদ, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনাব সুবীর কিশোর চৌধুরী, যুগ্মসচিব, সিপিটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জনাব আবুল কালাম আজাদ, যুগ্মসচিব (বিধি-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জনাব নারায়ণ চন্দ্র দাস, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, পরিচালক, এটুআই প্রোগ্রাম, জনাব শ্যামা প্রসাদ বেপারী, যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, জনাব নূর উদ্দিন আহ্‌ম্মেদ, যুগ্মসচিব, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, জনাব মোঃ মোছলেহ্ উদ্দিন, সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেগম গীতাঞ্জলী চৌধুরী, উপসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। উক্ত কমিটি গত ২৪ জুন

২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সচিবালয় লাইব্রেরিতে প্রথম সভার আয়োজন করে। এই সভায় ইলেক্ট্রনিক অফিস ব্যবস্থাপনা আধুনিক ও সুসমন্বিত করিবার লক্ষ্যে ড. মোঃ আব্দুল মান্নান কতিপয় প্রস্তাব তুলিয়া ধরেন। উক্ত প্রস্তাবসমূহ সময়োপযোগী ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। এই সভায় মূল কমিটিকে সহায়তা প্রদান এবং এই কার্যক্রমকে আরো দ্রুততর করিবার লক্ষ্যে নিম্নরূপ উপ-কমিটি গঠন করা হয় :

(১) ড. মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, উপসচিব, বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - আহ্বায়ক

(২) জনাব এস এম মাসুদুর রহমান, উপসচিব, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩) জনাব মোঃ মোছলেহ্ উদ্দিন, সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, পিএসিসি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৪) জনাব মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান, প্রোগ্রামার, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৫) জনাব সামী আহমেদ, টেকনোলজি এক্সপার্ট, এটুআই প্রোগ্রাম - সদস্য

উক্ত উপ-কমিটিতে পরবর্তী সময়ে জনাব দীপঙ্কর মন্ডল, উপসচিব, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ খালেদ হাসান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনাব মোঃ দৌলতুজ্জামান খাঁন, ডোমেইন এক্সপার্ট (ফিল্ড এডমিন), এটুআই প্রোগ্রাম, বেগম ফারজানা সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বেগম লাবনী ইয়াসমীন, সহকারী সচিব, পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মাহফুজুল ইসলাম শামীম, পলিসি এসোসিয়েট, এটুআই প্রোগ্রাম, জনাব মোঃ মোস্তফা, অনুবাদ কর্মকর্তা, বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত থাকিয়া সহায়তা প্রদান করেন। উপ-কমিটি কয়েকটি সভায় মিলিত হইয়া বিস্তারিত সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। প্রণীত সুপারিশমালার বিষয়ে মতামত চাহিয়া ২৮/০৭/২০১৩ তারিখে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অধিদপ্তর ও বিভিন্ন দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত সুপারিশ/ মতামতের বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করিবার লক্ষ্যে ২৪/০৯/২০১৩ তারিখে মূল কমিটি, উপ-কমিটি এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে দিবসব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর হইতে আরও কতিপয় সুপারিশ পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে মূল কমিটি পুনরায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে। আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভায় সচিবালয়ের কার্যের স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে নূতন ১৮টি নির্দেশ ও ০১ টি ক্রোড়পত্র সংযোজন, ৬৬ টি নির্দেশ ও ১৭ টি ক্রোড়পত্রের আংশিক সংশোধন এবং বর্তমানে ৩৩ টি নির্দেশ, ০২ টি পরিশিষ্ট ও ০৫ টি ক্রোড়পত্রের প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এই নির্দেশমালা প্রণয়নে বিভিন্ন দেশের অফিস ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়। ইলেকট্রনিক আবেদন, ইলেকট্রনিক নথি ব্যবস্থাপনার মান ও মেটা ডাটা ব্যবস্থাপনা এবং আইসিটি কার্যক্রমের আদর্শমান আনয়ন ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণের নির্দেশসমূহ সংযোজিত করা হয়। ইহা ব্যতীত সচিবালয়ের স্থায়ী নিরাপত্তার লক্ষ্যে কয়েকটি নির্দেশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুপারিশ করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামত এবং সভায় প্রাপ্ত মতামতের আলোকে মূলকমিটি সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ -এর সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করে।

কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬, Rules of Business, 1975 -এর Rule 4(vii) অনুযায়ী সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ জারি করিতে পারায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ইহার বিধানসমূহ সরকারি নির্দেশ হিসাবে গণ্য হইবে। সরকারি দপ্তরের দৈনন্দিন কর্মকান্ডে এই নির্দেশমালা যাহাতে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় তাহা প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/ বিভাগের সচিবগণ নিশ্চিত করিবেন।

এই নির্দেশমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান -এর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম তাঁহার মুল্যবান

পরামর্শ দিয়া সচিবালয় নির্দেশমালা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এছাড়াও আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি ও উপ-কমিটির সকল সদস্য এবং এটুআই প্রোগ্রামের সদস্যবৃন্দের নিষ্ঠা, সহযোগিতা ও উদ্যমকে সাধুবাদ জানাই। সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ যুগোপযোগী ও হালনাগাদ করিবার লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে আন্তরিকভাবে প্রশংসা করিতেছি। বিশেষত, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বাংলাভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ -এ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবার জন্য আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ -এ কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে অথবা কোনো পরিমার্জনের প্রস্তাব থাকিলে তাহা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগের গোচরীভূত করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। এই নির্দেশমালা বাংলাদেশ সচিবালয়সহ সরকারি দপ্তরের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে অধিকতর সহায়ক হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

১২.২.১৪

আবদুস সোবহান সিকদার
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩০ মাঘ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ